ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম

শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মানববন্ধন করেছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বাসিন্দারা। রবিবার (১২ জুলাই) বিকাল ৪টায় শহরের পাগলাকানাই মোড়ে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে জলাবদ্ধ এলাকার বাসিন্দারা মানববন্ধন করেন।

তারা মানবববন্ধন থেকে ঝিনাইদহ পৌরসভাকে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একদিনের বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বেপারিপাড়া, পাগলাকানাই মোড়, উপশহরপাড়া, কাঠালবাগান, কাঞ্চনপুর, মোল্লাপাড়াসহ বিস্তৃর্ণ এলাকা।

দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা, দীর্ঘদিন সংস্কার না করা ও যত্রতত্র অপরিকল্পিত প্লান পাসের মাধ্যমে অপরিকল্পিত নগর তৈরি এবং এই এলাকার পানি নিষ্কাসনের একমাত্র ডিঙ্গেমারা খালের দখলের কারণে এই অঞ্চলে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। গতবছরও পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ জানালেও তারা কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তারা বলেন, শুক্রবার রাতে একদিনের বৃষ্টিতেই মানুষের ঘরের মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে। ড্রেনের ময়লা পানি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে বিস্তর এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকার বাসিন্দারা পানি বাহিত রোগ ও নোংড়া পানির কারণে জনস্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোন খোঁজখবর নেয়নি।

তারা বলেন, আমরা প্রতিবছর পৌরসভাকে হোল্ডিং ট্যাক্স সহ বিভিন্ন কর দিচ্ছি পৌরসভাকে কিন্তু পৌরসভা আমাদের উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থায়ী পদক্ষেপ না নিলে তারা পৌরসভা ঘেরাও করার ঘোষণা দেন মানববন্ধন থেকে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার, সহসভাপতি ফকরুদ্দিন মুন্না, আনোয়ার হোসেন, এলাকার বাসিন্দা জিয়া উদ্দিন, ইনজামামুল হক, আসাদুজ্জামান, রইচ উদ্দিন।

এছাড়াও এই কর্মসূচিতে ভুক্তভোগী এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার

ঝিনাইদহ শহরে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা, জনদুর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ৬৮ বছর পার করলেও শহরে মজবুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার মানুষ জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছেন।

রাস্তার উপর পানি জমে থাকায় মানুষ চলাচল করতে পারছে না ফলে জনদুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না করে মেয়র-কাউন্সিলদের সুবিধামতো কোটি কোটি টাকার অপরিকল্পিত ড্রেন মহল্লাবাসীর গলার কাটা হয়ে দেখা দিয়েছে।

এদিকে ড্রেনেজ সমস্যা নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে, শহরের ছোট বড় সব খাল, পুকুর ও নালা ভরাট করে বাড়ি তৈরি করার কারণে পানি বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই।

তাই পানি নিষ্কাশনের একমাত্র ভরসা পৌরসভার ড্রেন। জলাবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে অস্থায়ী ভিত্তিতে পানি বের করার চেষ্টা করা হলেও তা টেকসই হচ্ছে না।

সরজমিন দেখা গেছে, ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রায় ৮০ ভাগ ড্রেনের কোন মাথামুন্ডু নেই। বিভিন্ন মেয়রের আমলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেন তৈরি করা হলেও একটির সঙ্গে অন্যটির কোন সংযোগ নেই। ফলে বৃষ্টির পানি ড্রেন ছাপিয়ে পাড়া মহল্লায় প্রবেশ করছে।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ১৯৫৮ সালে ঝিনাইদহ পৌরসভা গঠিত হয়। এ পর্যন্ত ১৪ জন রাজনৈতিক নেতা মেয়র ও কয়েকজন আমলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে পরিকল্পিত ড্রেন তৈরিতে কেউ কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি।

বরাদ্দকৃত টাকা লুটপাট করে চলে গেছেন। ব্যাপারীপাড়া, পাগলাকানাই, আদর্শপাড়া, মহিলা কলেজ পাড়া, উপ-শহরপাড়া, পাগলাকানাই এলাকার বদরউদ্দীন সড়ক, পূজা মন্দিরপাড়া, চাকলাপাড়া, কলাবাগান, গীতাঞ্জলী সড়ক, কাঞ্চননগর, হামদহ, পবহাটী,ভুটিয়ারগাতি, আরাপপুরসহ ৩০টি এলাকায় ড্রেন থাকলেও কোন প্রবাহ নেই।

ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়ার বাসিন্দা আজিজুর রহমান জানান, ব্যাপারীপাড়ার ড্রেনগুলোতে কোন প্রবাহ নেই। নিয়মিত পরিস্কার করা হয় না। অনেক স্থানে ড্রেন ভেঙ্গে সমান হয়ে গেছে। ফলে বাসাবাড়ির পানির সঙ্গে বৃষ্টির পানি মিশে ড্রেনের ময়লা আবর্জনা ভেসে মহল্লা একাকার হয়ে যায়।

তিনি বলেন, আমরা হোল্ডিং ট্যাক্স দিচ্ছি, পৌর কর দিচ্ছি কিন্তু কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছি না। নাগরিকদের সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

পাগলাকানাই পূজা মন্দির এলাকার বাসিন্দা রিপন ঘোষ জানান, পাগলাকানাই ও চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড এলাকার ড্রেনের কোন মাথামুন্ডু নেই। বাসাবাড়ির পানি কোথায় গিয়ে পড়বে সেই ব্যবস্থা ড্রেনে রাখা হয়নি।

বরং ড্রেনের পানি উল্টো বাসাবাড়িতে ঢুকে পড়ে। তিনি আরো জানান, শুক্রবার-শনিবারের বৃষ্টিতে তাদের পাড়ার বেশির ভাগ বাড়ির মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে। জোড়া পুকুর উপচে শহীদ জিয়া সড়কটি এখন পানির নিচে।

পাগলাকনাই এলাকার আরেক বাসিন্দা ব্যাংকার মাহবুব পানিমগ্ন পথ চলতে গিয়ে জানান, তাদের বাড়িতে প্রবেশের একমাত্র পথ বদর উদ্দীন সড়কটি তলিয়ে গেছে। ফলে এলাকার মানুষ বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা খুবই কষ্টে আছে।

ঝিনাইদহ পৌর সভার প্রকৌশলী রাশেদ আলী খান জানান, ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় এলজিএসপি ও পাবলিক হেলথ এর দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি প্রধান আরসিসি ড্রেন তৈরি ও ২৫ শহর প্রকল্পের আওতায় ছোট-বড় ১৮ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচলক রথীন্দ্র নাথ রায় গত শুক্রবার বিকালে জানান, অপরিকল্পিত নগরায়নের

ফলে এমন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া কিছু হোটেল ও ক্লিনিকের ময়লা আবর্জনা ফেলে ড্রেন বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, জনদুর্ভোগের নিরসনে কাজ চলছে। পানি জমে যাতে মানুষ কষ্ট না পায় সে জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মুজিবনগরে জলাবদ্ধতায় অর্ধশত পরিবার পানিবন্দী, স্থায়ী সমাধানের দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হামিদ মালিথার বাড়ির কাছ থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে থাকায় প্রায় অর্ধশত পরিবার কার্যত পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, হেরিংবোন (HBB) সড়ক নির্মাণের সময় দুই পাশ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখায় জলাবদ্ধতা আরও প্রকট হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কয়েকজনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে পুরো এলাকাবাসী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

এ অবস্থায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, “এলাকার অবস্থা সত্যিই বেহাল। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশের ড্রেনটি যে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সেটি না হলে জলাবদ্ধতার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না।”

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাঠে পানি বেধে থাকার বিষয়টি অবহিত করেছি। সরোজমিনে শিক্ষা অফিসারেরা দেখে গেছেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয়নি। প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয়ে একটি বিল্ডিং পেয়েছি। পর্যাপ্ত রুম না থাকায় তিনটি ক্লাসরুমেই কষ্ট করে ক্লাস নিতে হয়। গতবছর একটি ওয়াশব্লকের কাজ শুরু করলেও অর্ধেক করে ফেলে রেখে চলে গেছে ঠিকাদার। বর্ষার শুরু থেকেই আমরা খুব শংসয়ের মধ্যে রয়েছি। কখন কোন বাচ্চা পানিতে ডুবে যায়। আগে ১৩০ জনের মতো শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে ৮৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে বাচ্চাদের খেলাধুলা করার জায়গা নেই সবসময় শ্রেণি কক্ষে আটকিয়ে রাখতে হয়। তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত মাঠ ভরাট ও প্রাচীর নির্মাণের দাবি জানানতারা।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী জীবন। সে জানায় গত মাসে স্কুলে আসার সময় বই-খাতা নিয়ে সে একদিন পানির মধ্যে পড়েগেছিল। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মাধ্যমে শিক্ষকরা খবর পেয়ে তাকে পানি থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তার বই-খাতা পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়।

বিদ্যালয়ের মাঠের পাশে অবস্থিত ছাত্তার স্টোরের মালিক রায়হান মাহমুদ জানান, বর্ষার শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের মাঠে পানি বেধে রয়েছে। এখনতো আস্তে আস্তে কমছে। মাঠটি ভরাট করা হলে ছেলে-মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে এসে ঘুরে বেড়াতে পারবে। অন্যান্য স্কুল দুইতলা হয়ে গেলেও কেন এই স্কুলের কোন উন্নয়ন হলোনা তা বুঝতে পারিনা।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষা অফিসার এস. এম. আব্দুর রহমানের ফোন নাম্বারে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে এবিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দ কিশোর সাহা বলেন এই বিষয়ে তিনি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে খোজ-খবর নিয়েছেন স্কুলের সামনে একটি ডোবারমত সেখানে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিএম তারিক-উজ-জামান বলেন, এই বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে খোজ খবর নিয়েছি, এটা সাময়িক জলাবদ্ধতা নয়, এটা একটি স্থায়ী সমস্যা কারণ স্কুলের সামনে একটি বড় গর্ত যা ভরাট করতে আলাদা বরাদ্দের প্রয়োজন, সেই বরাদ্দের চেষ্টা কর হচ্ছে যদি পাওয়া যায় তাহলে সমাধান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া স্থানীয় চেয়ারম্যানকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে।

মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ৬ গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন ৬ গ্রামবাসী।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের শতাধিক কৃষক মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তিনি বলেন, তেরাইল মোহাম্মদপুর ষোলটাকা তিন গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রশাসনকে জানিয়েছি মানববন্ধন হয়েছে ওই মাঠে। তখন অল্প ছিল জলবদ্ধতা। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে পুরো মাঠ প্লাবিত হয়েছে। মাঠ প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। এখন এটা যদি নিরসন না হয় ফসলের তো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হবে। রাস্তার পাশে ক্যানাল আছে সেগুলো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশাসন নজর দিয়ে ক্যানালগুলো যদি ঠিক করে দেয় তাহলে জলবদ্ধতা কমে যাবে।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বহু বছর ধরে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি বা সামান্য প্লাবন হলেই জমি ডুবে যায়। ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকরা একদিকে লোকসানের বোঝা বইছেন, অন্যদিকে ঋণের টাকা শোধ করতে

হিমশিম খাচ্ছেন। বক্তারা দ্রুত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। ষোলটাকা ইউনিয়নের সাত আটটা গ্রামের প্রচুর জমিতে সব গ্রামের পানি এসে আটকে থাকে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকাই জমিতে সারা বছর পানি আটকে থাকে । যার ফলে কোনরকম চাষাবাদ করা যায় না। বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর কাটার জন্য ক্যানাল বন্ধ করে ফেলে। ক্যানাল বন্ধ হাওয়াই মূলত জলবদ্ধতার কারণ। চাষাবাদ না করতে পেরে আমাদের গ্রামের মানুষ অনাহারে না খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি গ্রামের সকল মানুষের গরুর খাবারে সংকট দেখা যায়। তিন থেকে পাঁচ হাজার বিঘা জমি পানি আটকে আছে।

পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে গমের চাষ হবে না, ভুট্টা চাষ হবে না, কৃষকের আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রবিশস্যের চাষ গুলো আমাদের মাঠে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

জলাবদ্ধতায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল

প্রায় দুই মাসের টানা বর্ষণে ডুবে গেছে মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমির আউশ ও আমন ধান, কলা, মরিচ ও শীতকালীন সবজির ক্ষেত। ভেসে গেছে মাছের ঘেরও। এতে যেমন দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেতে হচ্ছে কৃষকদের।

কৃষকরা বলছেন, মাঠের পানি দ্রত না নামলে শুধু এবারের নয়, আগামী মৌসুমের ফসলও বুনতে পারবেনা কৃষকরা। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তারা। সেই সাথে দেখা দিতে পারে জেলার খাদ্য ঘাটতি।”দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখন সরকারি সহায়তার অপেক্ষায়।

দুর্যোগে পাশে নেই কৃষি বিভাগ।

জেলার এবছর ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ও ২৬ হাজার জমতে আমনের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি আউশ ও আমানের আবাদ হয়ে থঅকে এই ধলার মাঠে। ফসল তলিয়ে যাওয়ায় জেলায় খাদ্য সংকটের আশঙকা করছেন চাষিরা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, বৃষ্টিতে তলিয়ে যাওয়া ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন কৃষি বিভাগ। সেই সাথে পানি নিস্কাশনের জন্য খাল খনন কিংবা কালভার্ট নিমানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপন অধিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতা ও হাটের দখলে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

বর্ষাকালে হাটু পানিতে জলাবদ্ধতা ও সপ্তাহে দুদিন হাট বসে বিদ্যালয় মাঠে। এ দুই ভোগান্তিতে বিপর্যয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান। প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়ছে ওই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ভোগান্তি নিয়ে দিনের পর দিন উপজেলা ও জেলা পযার্য়ের বিভিন্ন দপ্তরে ধর্ণা দিয়েও কোন সমাধান হয়নি।

১৯৩৫ সালে ৬৪ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে অবকাঠামোগত সংকটে রয়েছে। চারটি শ্রেণিকক্ষ থাকলেও তার মধ্যে দুটি টিনশেডে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৪ জন, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩৫ জন এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির পানিতে পুরো এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে, শিক্ষার্থীদের আসা—যাওয়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমও প্রতিদিনই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

শুধু বর্ষাকাল নয়, শুষ্ক মৌসুমেও হাটের জন্য সমস্যার শেষ নেই। স্কুল চত্বরজুড়ে গরু—মুরগি, দোকানপাট ও লোকজনের কোলাহল পাঠদানকে করে তোলে দুঃসাধ্য।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাবিয়া সালমা বলেন, “বিদ্যালয়ের পরিবেশটি বর্তমানে শিক্ষার অনুপযুক্ত। বর্ষায় পানি জমে যায়, আবার হাট বসায় ক্লাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা শিশুদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কায় থাকি। বারবার বলা হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান পাচ্ছি না।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান জানায়, “আমার বই খাতা ভিজে যায়। হাট বসলে অনেক লোক আসে, ক্লাস করতে পারি না। তখন অনেক শব্দ হয়।” চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিমা খাতুন জানায়, “পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে স্কুলে আসি। কেউ কেউ পড়ে যায়। আমাদের ক্লাসরুমেও পানি ঢুকে যায় মাঝে মাঝে।” পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রবিউল জানায়, “হাটের জন্য জায়গা থাকে না। গরু—মুরগি থাকে সামনে। তখন আমরা স্কুলে আসতেও ভয় পাই।”

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন বলেন— “বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের অবৈধ হাট উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।”

ঝিনাইদহে জলাবদ্ধতায় বেড়েছে সাপের প্রাদুর্ভাব, সংকট এন্টিভেনমের

শ্রাবণের অতিবৃষ্টিতে ঝিনাইদহের ফসলি জমি ও খানা-খন্দ পানিতে ভরে যাওয়ায় সাপের কামড় নতুন এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেলার ৬টি উপজেলার মধ্যে শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডুতে প্রতিদিনই

কাটা রোগী আসছে। অনেকেই এন্টিভেনমের খরচ বহন করতে পারে না। হাসপাতালে এটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামানের নিজ উদ্যোগে দেওয়া এন্টিভেনমের এখনো ৭০ ভায়েল রয়েছে যা সাত জনের শরীরে দেওয়া যাবে। চারিদিকে পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মানুষের বাসাবাড়িতে সাপ উঠে পড়ছে। যেকারণে সাপে কাটা রোগী আসছে বেশি। বাসাবাড়িতে কার্বলিক এসিড প্রয়োগের পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

হরিণাকুুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আলমগীর হোসেন বলেন, মাঝে মাঝেই এখানে সাপে কাটা রোগী আসছে আমরা এন্টিভেনম প্রয়োজন হলে ব্যবহার করছি এখনো ১০ভায়েল মজুত আছে এবং চাহিদা দিয়েছি শীঘ্রই কিছু পাব বলে আশা করছি। গত জুলাই মাসে ৬জনকে এন্টিভেনম দিয়েছি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরকারিভাবে হাসপাতাল গুলোতে এন্টিভেনম দেওয়ার যে প্রজেক্ট ছিল সেটা গত অর্থবছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। গত জুন মাসে আমাদের ৩০ ভায়েল এন্টিভেমন দিয়েছিল। প্রতিদিনই হাসপাতালে সাপে কাটা রোগী আসে। ৩০ ভায়েল ৩ জনকে দেওয়া যায়। আমরা হাসপাতালের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০ ভায়েল আরও কিনেছিলাম তা অনেক আগেই শেষ হয়েগেছে। সরকারের নির্দেশনা আছে আমরা সর্বোচ্চ ৫০ ভায়েল পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবো। এন্টিভেনমের ১০ ভায়েলের দাম ১২৬০০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫ হাজার পর্যন্ত। সরকার না দিলে আমাদের পক্ষ থেকে কিনে রোগীদের সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

গত দুই মাসের তথ্য নিয়ে জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গত জুন মাসে সাপে কাটা রোগী এসেছে ২২জন এবং জুলাইমাসে এসেছে ৩৩ জন । এছাড়া হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এই রোগীর সংখ্যা ছিল ১২ এবং জুলাই মাসে ছিল ১১জন এর মধ্যে হরিণাকুণ্ডুতে একজন আনার আগেই মৃত্যু বরণ করে।

দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তপুর

গ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের পলাশ পাড়ার বাসিন্দাদের জলাবদ্ধতায় আটকে থাকা পানি নিষ্কাশনের সমাধান ও দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫টার দিকে তিনি পানি আটকে থাকার স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি পানি নিষ্কাশন এর জন্য শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি সেকে বাইরে বের করে দিয়ে এর সমাধান করে দেন। সেই সাথে গ্রামবাসীর যেন চলাফেরা বা কাজকর্মে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয় তার জন্য স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেন।

হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ বলেন, এখানে প্রায় দুই মাস পানি আটকে আছে। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু ঘটনাস্থলে এসে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি থেকে বাইরে ফেলে দেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, সবুজ। স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব, শহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ঠ জলাবদ্ধতায় নাকাল বামন্দীবাসি

গত কয়েকদিনের লাগাতার অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ঠ জলাবদ্ধতা বামন্দী এলাকার অধিকাংশই তলিয়ে গেছে। বামন্দী বাজার, সিনেমাহল পাড়া, প্রাইমারী স্কুলপাড়ার জলাবদ্ধতা মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়েছে।

গত ৩দিন ধরে জলাবদ্ধতা ভযাবহ রূপ ধারন করেছে।

এলাকার বাড়িগুলোর উঠানে পানি প্রবেশ করেছে। অনেকেরই ঘরের মধ্যেও এখন পানি। ফলে জলবদ্ধতায় নাকাল এখন বামন্দীবাসী।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, বামন্দীর রাস্তাগুলো উচু করা হলেও বাকি অংশটুকু নিচুই রয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে নিচু অংশটিতে অতিরিক্ত পানি জমে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এত বিশাল এলাকার পানি নিষ্কাষনের কোনো পথ নেই। এখানকার পানি সরতে দুই আড়াইমাস সময় লেগে যায়। ফলে অবর্ননীয় কষ্টে পড়েন বামন্দীবাসী।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি করায় অনেক ভবনের নীচতলা নিচু হয়ে যায়। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে এখানকার জলাবদ্ধতা মানুষকে অবর্ণনীয় দূর্ভোগে ফেলে।

দ্রুত এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন না করলে পানিবাহিত রোগজীবানুতে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন এখানকার অভিবাসিরা।

এদিকে বর্ষা হলেই বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। যুগের পর যুগ পার হলেও হয় না কোন স্থায়ী সমাধান। আর বর্ষা মৌসুম এলেই জলাবদ্ধতা নিরসণের জন্য ব্যাপক অর্থ ব্যায় করতে হয় ড্রেনে । তবে স্থায়ী সমাধানের পথ কবে দেখবে এ নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের মাঝে।

এলাকাবাসী এ বিষয়ে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানিয়েছেন।